

# পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

৮৯, মহাআ গান্ধী রোড, কলিকাতা- ৭০০ ০০৭

ফোন নম্বর : ২২৪১-২০৬০, ২২১৯-৮৯৩০, ওয়েবসাইট : [www.wbcuta.org](http://www.wbcuta.org)

সার্কুলার- ৯/২০১৬

তারিখ : ০১-০৯-২০১৬

কলকাতা হাইকোর্ট জানালো---

## ধর্মঘট ভাঙ্গতে জোর খাটানো যাবে না

ধর্মঘট জনগণের মৌলিক অধিকার। জোর করে ধর্মঘট ভাঙ্গ যাবে না, বুধবার স্পষ্টভাবেই তা জানিয়ে দিলো কলকাতা হাইকোর্ট। গত কয়েকদিন ধরেই রাজ্য প্রশাসন ২ৱা সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট বানচাল করতে সর্বশক্তি দিয়েই চেষ্টা করে চলেছে। কখনও খোদ মুখ্যমন্ত্রী ছাঁশিয়ারি দিচ্ছেন ধর্মঘটাদের, কখনও সরকার রীতিমত নিদেশিকা জারি করে ধর্মঘটের অধিকার কাড়তে তৎপর। ধর্মঘটের মাত্র ৭২ ঘন্টা আগে কলকাতা হাইকোর্টের এই পর্যবেক্ষণ রীতিমত তৎপর্যপূর্ণ। কলকাতা হাইকোর্টের এই মন্তব্য গত কয়েকদিন ধরে রাজ্য সরকারের ধর্মঘট বিরোধিতার যাবতীয় আয়োজনের বৈধতা নিয়ে পশ্চ তুলে দিয়েছে। ২ৱা সেপ্টেম্বরের ধর্মঘটে বেআইনি এবং সংবিধান বিরোধী দাবি করে ধর্মঘটের বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ জারি করার আর্জি জানিয়ে আদালতে মঙ্গলবার জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন সাংসদ ইদ্রিশ আলি। আদালত সেই মামলা গ্রহণও করে। বুধবার সেই মামলাতেই কলকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি গিরীশ গুপ্ত ও বিচারপতি অরিন্দম সিনহাকে নিয়ে গঠিত ডিভিসন বেঞ্চ ধর্মঘটের বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ জারি করার এই আবেদন সরাসরি খারিজ করে দেয়। এই মামলার নিষ্পত্তি করেই এদিন ডিভিসন বেঞ্চ জানায়, ধর্মঘট জনগণের মৌলিক অধিকার।

কোনরকমভাবে বলপ্রয়োগ করা যাবে না। ধর্মঘট করতেও যেমন জোর করা যাবে না, তেমনি গায়ের জোরে ধর্মঘটও ভাঙ্গ যাবে না। যিনি কাজে যাবেন ধর্মঘটের দিন তাঁকে বাধা দেওয়া যেমন যাবে না তেমনি ঐদিন যিনি কাজে যাবেন না তাঁকে জোর করা যাবে না। স্বাভাবিকভাবেই আদালতের এই মন্তব্যে ফের একবার নবান্ন থেকে জারি করা ধর্মঘট বিরোধী নিদেশিকার প্রাসঙ্গিকতা নিয়েও জোর পশ্চ উঠে গেছে। শুধু ধর্মঘটের দিনই নয়, তার আগের ও পরের কর্মদিবসের দিনও কোন কর্মী ছুটি নিতে পারবে না বলে তুঘলকি ফতোয়া জারি করেছে সরকার। এক্ষেত্রে শিক্ষক/শিক্ষাকর্মী/কর্মচারী তথা জনগণের মৌলিক অধিকারেই হস্তক্ষেপ করেছে সরকার।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার, অধ্যাপক সমিতি তার সদস্য/সদস্যাদের জন্য এই ধর্মঘটের নোটিশ ইতিমধ্যে DPI ও Principal Secretary-র দপ্তরে পৌছে দিয়েছে।

(শ্রীতিনাথ প্রহরাজ)

(শ্রীতিনাথ প্রহরাজ)  
সাধারণ সম্পাদক